



354944 - করনো (কোভিড-১৯) এর টীকা তরীতে গরুভপাতকৃত ভরুণরে কশে ব্যবহৃত হলে এমন টীকা নয়োর হুকুম কী?

প্রশ্ন

কোভিড-১৯ এর দুটো টীকার একটিতে (কথিবা উভয়টিতে) গরুভপাতকৃত ভরুণ থকে গৃহীত টসিযু ব্যবহার করা হয়। এমন টীকা গ্রহণ করা কি জায়যে হবে?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

টীকা তরীতে গরুভপাতকৃত ভরুণ থকে গৃহীত কশে ব্যবহৃত হলে—

এমতাবস্থায় আমরা তো এ ভরুণরে অবস্থা সম্পর্কে জানি না: এ ভরুণ কি প্রাকৃতিকভাবে পাত হয়েছে; নাকি শরীয়তরে অনুমোদন সাপক্ষে ইচ্ছা করে পাত করা হয়েছে; নাকি অনুমোদন ছাড়া পাত করা হয়েছে। য়ে মতটি অগ্রগণ্য হিসেবে ফুটে উঠছে তা হলো এই টীকা নয়ো জায়যে; য়েহেতু এর উৎস য়ে, হারাম তা নশ্চিত নয়। আর য়ে কোনে কছির মূল অবস্থা হল হালাল হওয়া। বসিতারতি জবাবটি দেখো গুরুত্বপূর্ণ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

টীকাতে মাতৃকশে ব্যবহার করার হুকুম

চকিৎসা ক্ষত্রে ও টীকাতে মাতৃকশে ব্যবহার করতে কোনে আপত্তি নই; যদি এর উৎস বধৈ হয়। য়েমন- প্রাকৃতিকভাবে পড়ে যাওয়া ভরুণসমূহ কথিবা শরীয়তরে অনুমোদন সাপক্ষে পতিমাতার অনুমতক্রমে পাতকৃত ভরুণসমূহ।

আর উৎস হারাম হলে মাতৃকশে গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা হারাম। য়েমন- শরীয়তরে অনুমোদনবহীন ইচ্ছাকৃতভাবে পাতকৃত ভরুণ থকে হলে কথিবা কশে গ্রহণ করার জন্য কোনে দাতা নারীর ডম্বানু ও দাতা পুরুষরে শুরুরাণুর মাধ্যমে উৎপাদতি ভরুণ থকে টীকা তরী করা হলে।

এ বিষয়টি ২০০৩ সালে পবতির মক্কায় অনুষ্ঠতি রাবতো আলময়ে ইসলামী-এর অধিকৃত ‘আন্তর্জাতিক ফকাহ একাডেমী’-র



“মাতৃকোষ স্থানান্তর ও উৎপাদন” শীর্ষক ১৪তম অধিবেশনের সিদ্ধান্তে সবিস্তারে এসেছে। ইতপূর্বে “মাতৃকোষের হুকুম” শীর্ষক 108125 নং প্রশ্নোত্তরে তা উল্লেখ করা হয়েছে। সে উত্তরটি ও একাডেমীর বিস্তারিত সিদ্ধান্ত পড়ে নয়ো জরুরী।

দুই:

টীকা ন্যোর হুকুম:

ফকিহ একাডেমীর পূর্ববোক্ত সিদ্ধান্তে এসেছে যে:

সমস্ত দেশে উপর ভরণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কোষগুলো পাওয়ার জন্য ভরণপাত প্রতহিত করা আবশ্যকীয়। বআইনীভাবে যে কোষ গ্রহণ করা হয়েছে সেটি ব্যবহার করা বধৈ নয় এবং তাদরে সাথে কোষ-ব্যাংকে অংশ গ্রহণ করাও বধৈ নয়। বরং দ্বীনদাররি ক্ষত্রে আস্থাভাজন প্রতষ্ঠানসমূহ এ দায়তিব নয়ো আবশ্যক। এ কোষগুলো সংগ্রহ করতে হব শরয়ি পন্থায়। এরপর যার প্রয়োজন তার শরীরে কোষটি স্থাপন করা হব।

কিন্তু তা সত্ববে: যদি এ টীকা তরীতে গর্ভপাতকৃত ভরণে কোষ ব্যবহার করা হয়; অথচ আমরা তো জাননি যে, গর্ভপাতটি প্রাকৃতিকি ছিল; নাকি শরয়িতরে অনুমোদন সাপক্ষে ইচ্ছাকৃত ছিল; নাকি অনুমোদনবহীনভাবে পাত করা হয়েছে। তদুপরি অগ্রগণ্য মতানুযায়ী এমন টীকা গ্রহণ করা জায়যে হব। যহেতে এর উৎস হারাম মর্মে কোন নশ্চিতি জ্ঞাণন নহৈ। মূল অবস্থা হল: হালাল হওয়া।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।